بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বনু নযীর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ঘটনার বিশদ বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২১ জুন, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

বিগত খুতবায় ইহুদী গোত্র বনু নযীরের ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আজ এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরবো যে, কীভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করেছিলেন। এ বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, আমর বিন জাহাশ মহানবী (সা.)-এর মাথার ওপর পাথর নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে ছাদে উঠেছিল। কিন্তু তিনি (সা.) ঐশী ইঙ্গিতে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবগত হয়ে সে স্থান থেকে এরূপভাবে চলে গিয়েছিলেন যেন তাঁর বিশেষ কোনো কাজ রয়েছে। যাহোক, তিনি (সা.) এত দ্রুততার সাথে মদীনায় ফেরত চলে গিয়েছিলেন যে, সাহাবীরা মনে করেছিলেন তিনি (সা.) হয়ত বিশেষ কোনো প্রয়োজনে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর (সা.) ফেরত আসতে বিলম্ব হতে দেখে সাহাবীরা চিন্তিত হন এবং মহানবী (সা.)-এর খোঁজ করতে করতে মদীনা অভিমুখে যেতে থাকেন, পথিমধ্যে মদীনা থেকে আগত একজনের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি সাহাবীদের বলেন, আমি মহানবী (সা.)- কে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ মদীনায় পৌঁছান, তখন তিনি (সা.) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাহাবীদেরকে অবগত করেন।

অপরদিকে ইহুদীরা তাঁকে (সা.) হত্যা এবং সাহাবীদের বন্দি করার বিষয়ে সলাপরামর্শ করছিল। মদীনা থেকে আগত এক ইহুদী এসব কথা শুনে তাদেরকে বলে, আমি তো মহানবী (সা.)-কে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। একথা শুনে ইহুদীরা হতভম্ব হয়ে যায়। অপর এক জীবনীকার এ সম্পর্কে লেখেন, তিনি (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে দ্রুত সেখান থেকে উঠে চলে যান।

সাহাবীদেরকে তিনি (সা.) তখন কিছু বলেন নি, কারণ তাদের ব্যাপারে বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না। ইহুদীদের মূল লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর ক্ষতি করা। তাই তিনি (সা.) নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁকে দেখতে না পেয়ে সাহাবীরা নিরাপদে সেখান থেকে চলে আসবে। কথিত আছে, সেই সময় এই আয়াতটিও নাযিল হয়েছিল-

ইয়াঅ্যাইয়ুহাল্লাযিনা আমানুয্ কুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইয্হাম্মা কওমুন আইঁ ইয়াবসুতু ইলাইকুম আইদিয়াহুম ফাকাফ্ফা আইদিয়াহুম আনকুম ওয়াতাকুল্লাহা ওয়া আলাল্লাহি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনুন

অর্থাৎ, 'হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে স্মরণ করো যখন এক জাতি তোমাদের প্রতি নিজেদের (অনিষ্টের হাত) প্রসারিত করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, বস্তুত মু'মিনদের আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করা উচিত।' (আল্ মায়েদা, ০৫:১২)

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) এ বিষয়ে লিখেছেন, ইহুদীরা মহানবী (সা.)- এর আগমনে বাহ্যত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা চক্রান্ত করছিল যে, তাঁকে হত্যা করার এটি একটি মোক্ষম সুযোগ। সালাম বিন মিশকাম নামের জনৈক ইহুদী নেতা এই ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল আর বলেছিল, এটি প্রতারণা এবং সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নামান্তর যা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে করেছি, কিন্তু উপস্থিত অন্যান্য ইহুদীরা তার কথা মানেনি।

মহানবী (সা.)-এর সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরে ইহুদীরা তাদের কৃত কর্মের কারণে খুবই লজ্জিত হয়েছিল। এক ইহুদী কিনানা বিন সুরিয়া বলে, তওরাতের কসম! নিঃসন্দেহে আমি জানি, মুহাম্মদ (সা.)-কে অবগত করা হয়েছিল যে, তোমরা তাঁর সাথে প্রতারণামূলক কাজ করেছ। আল্লাহ্‌র কসম! নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা প্রতারণামূলক কাজ করতে চলেছ। নিশ্চয়ই তিনি শেষ নবী। তোমরা চাচ্ছিলে, শেষ নবী হারূনের বংশ থেকে আসুক, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা যেখান থেকে চেয়েছেন তাঁকে প্রেরণ করেছেন। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের গ্রন্থ তওরাতে পাঠ করে থকি, সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, সেই নবী মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন এবং ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করবেন। আমাদের গ্রন্থ তওরাতে সেই নবীর যে বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে তা কেবলমাত্র তাঁর জন্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। তোমরা তোমাদের অর্থ, সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিকে কাঁদিয়ে রেখে যাবে। আমার দু'টি কথা তোমরা যদি মেনে নাও তাহলে তোমাদের জন্য উত্তম হবে। প্রথমত, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথি হয়ে গেলে তোমাদের সহায়-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সুরক্ষিত থাকবে এবং তোমরা তাঁর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাথিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত, তোমরা অপেক্ষায় থাক, শীঘ্রই তোমাদেরকে শহর ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হবে। তখন তোমরা সম্মতি জানিয়ো। এমতাবস্থায় তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তিনি নিজের জন্য হালাল জ্ঞান করবেন না এবং তোমাদের অর্থ ও সম্পদ তোমাদের জন্য ছেড়ে দেবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা জানায়, তারা এর জন্য প্রস্তুত রয়েছে। মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) ইহুদীদের দেশত্যাগের আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানায় এবং প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) লেখেন, মহানবী (সা.) অওস গোত্রের এক নেতা হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে ডেকে পাঠান আর বলেন, তুমি বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের

নিকট যাও এবং এ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আলোচনা কর আর তাদেরকে বলো, যেহেতু তাদের ঔদ্ধত্য অনেক বেড়ে গেছে আর তাদের প্রতারণা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। তাই এখন আর তাদের মদীনাতে অবস্থান করা ঠিক হবে না। ভালো হয় তারা যেন মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করে। মহানবী (সা.) তাদের জন্য দশ দিনের একটি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) যখন বনু নযীর গোত্রের কাছে উপস্থিত হন তখন তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে আর বলে, মহানবী (সা.)-কে বলে দাও, আমরা মদীনা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত নই; তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো। মহানবী (সা.)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন, 'আল্লাহু আকবর! ইহুদীরা তো যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে।'

এরপর তিনি (সা.) মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং সাহাবীদের একটি দল সাথে নিয়ে বনু নযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বনু নযীর মুসলমানদের বিরুদ্ধে খোলা ময়দানে উপস্থিত না হয়ে দূর্গের ভিতরে অবস্থান করে। সেই মুহূর্তে সালাম বিন মিশকাম বলে, আমরা জানি মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র সত্য রসূল। তাঁর (সা.) গুণাবলী আমাদের সামনেই রয়েছে। আমরা যদি তাঁর (সা.) অনুসরণ না করি তাহলে এর অর্থ এটিই দাঁড়াবে যে, আমরা তাঁকে হিংসা করি। কেননা নবুয়্যত হারূনের বংশ থেকে বের হয়ে গেছে। এসো আমরা তাঁর দেয়া শান্তি চুক্তি মেনে নিই আর তাদের শহর থেকে বের হয়ে যাই। অন্যথায় আমরা দেশান্তরিত হতে বাধ্য হব। আমাদের সহায়-সম্পত্তি এবং মান-সম্মান শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সন্তানরা বন্দি হবে, আমাদের যোদ্ধারা নিহত হবে। কিন্তু সালাম বিন মিশকামের এসব কথায় কেউই কর্ণপাত করেনি।

যেহেতু সে সময় মহানবী (সা.) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, যারা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল এবং অনুশোচনার পরিবর্তে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ঘোষণা করেছিল, রাষ্ট্রের সেই বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য, মদীনাকে ভয়াবহ রক্তাক্ত পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে আর মদীনার সুরক্ষার জন্য এসব বিশ্বাসঘাতকের উচিত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য বাধ্য হয়ে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যুদ্ধের মাঠে নেমে পড়েন।

তিনি (সা.) হযরত ইবনে মকতুম (রা.)-কে মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন আর মদীনা থেকে বের হয়ে বনু নযীরের জনপদ চতুর্দিক থেকে অবরোধ করেন। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে এই সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। যাহোক, মুসলমানরা সারারাত ইহুদীদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখে আর বার বার উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকে। যখন প্রভাত হওয়া শুরু হয় হযরত বেলাল (রা.) ফজরের আযান দেন। মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গে থাকা দশজন সাহাবীকে নিয়ে সেনা ছউনীতে ফিরে এসে ফজরের নামায আদায় করেন। ইহুদীদের মাঝে আযওয়াক নামে একজন দক্ষ তিরন্দায ছিল। সে মহানবী (সা.)-এর তাঁবু লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে যা তাঁর (সা.) তাঁবুতে এসে লাগে। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সেখান থেকে তাঁবু সরিয়ে তিরন্দাযদের লক্ষ্যের বাইরে অন্যত্র স্থাপনের নির্দেশ দেন। যাহোক, একরাতে হঠাৎ হযরত আলী (রা.)-কে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। সাহাবীরা আল্লাহ্‌র রসূলের কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হযরত আলী (রা.)-কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি (সা.) তখন বলেন, দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই তিনি তোমাদের কাজেই গেছেন। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, হযরত আলী (রা.) কারও মস্তক ছেদন করে নিয়ে আসছেন আর সেটি ছিল আযওয়াকের, যে কি-না

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর তাঁবুতে তির নিক্ষেপ করেছিল। হযরত আলী (রা.) সেই সময় থেকে প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন। যখন সে সঙ্গীসহযোগে মুসলমানদের কোন বড় সরদারকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, হযরত আলী (রা.) সেই সময় তার উপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তার অন্যান্য সহচরীরা পালিয়ে যায়। মহানবী (সা.) সাহাবীদের দশজনের একটি দল হযরত আলী (রা.)'র সাথে প্রেরণ করেছিলেন। যাদের মাঝে হযরত আবু দুজানা (রা.) এবং হযরত সুহায়েল বিন হুনায়ফ (রা.)ও ছিলেন। তাঁরা আযওয়াকের সহচরীদের ধরে ফেলেন যারা হযরত আলী (রা.) কে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সাহাবাদের এই বাহিনী তাদের সকলকে হত্যা করে। কতিপয় আলেম লিখেছেন যে, সেই দলে দশ জন সদস্য ছিল যাদের সবাইকে মুসলমানরা হত্যা করে আর তাদের মাথা কেটে নিয়ে এসে বিভিন্ন কূপে নিক্ষেপ করে। এক উক্তি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মাথাগুলি 'বনু খাতমা'র কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হুযূর (আই.) বলেন, আগামীতে এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সানী খুতবার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'আমাকে কেউ বলেছে, আপনারা নামাযের সারিতে দাঁড়ানোর সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান না। এখন করোনার প্রাদুর্ভাব দূর হয়েছে, তাই কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো আবশ্যক।'

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

21 June 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in